শিষ্টাচার

৩/৬৮৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ঈমানের সত্তর অথবা ষাট অপেক্ষা কিছু বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৮]

৪/৬৮৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল (ﷺ) অন্তঃপুরবাসিনী কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করতেন আমরা তাঁর চেহারায় তা বুঝতে পারতাম।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৯]

উলামাগণ বলেন, 'লজ্জাশীলতার প্রকৃতত্ব হল এমন সৎচরিত্রতা, যা নোংরা বর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং অধিকারীর অধিকার আদায়ে ত্রুটি প্রদর্শন করতে বিরত রাখে।

আবুল কাসেম জুনাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা হল, নিয়ামত লক্ষ্য করা এবং সেই সাথে (তার কৃতজ্ঞতায়) ত্রুটি লক্ষ্য করা। এই দুয়ের মাঝে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তাকেই লজ্জা বলা হয়।'

১/৬৯০। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ ক'রে দেয়।" *(মুসলিম)* [৩০০]

২/৬৯১। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন উমার (রাঃ)-এর কন্যা হাফসা (রাঃ) বিধবা হয়ে গেলেন, তখন তিনি বললেন যে, আমি উসমান ইবনে আফ্ফানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং হাফসাকে বিবাহ করার জন্য দরখাস্ত দিয়ে তাঁকে বললাম, 'আপনি ইচ্ছা করলে আপনার বিবাহ আমি উমারের কন্যা হাফসার সাথে দিয়ে দিচ্ছি?' তিনি বললেন, 'আমি আমার (এ) ব্যাপারে বিবেচনা করব।' সুতরাং আমি কয়েকটি রাত্রি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, 'আমার এখন বিয়ে না করাটাই ভাল মনে করছি।' (উমার বলেন,) অতঃপর আমি আবূ বাক্র (রাঃ)-এর সাথে দেখা ক'রে বললাম, 'যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি আপনার বিবাহ হাফসার সাথে দিয়ে দিই।' আবূ বাক্র চুপ থাকলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং আমি উসমান অপেক্ষা তাঁর প্রতি বেশী দুঃখিত হলাম। তারপর কয়েকটি রাত্রি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর নবী (ﷺ) স্বয়ং তাকে বিবাহের পায়গাম দিলেন। ফলে আমি হাফসার বিবাহ তাঁর সাথেই দিয়ে দিলাম। তারপর আবূ বাক্র আমার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, 'আপনি আমাকে হাফসাকে বিবাহ করার দরখাস্ত দিয়েছিলেন এবং আমি কোন উত্তর দিইনি। সেজন্য হয়তো আপনি আমার উপর দুঃখিত হয়েছেন? আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আমার আপনাকে উত্তর না দেওয়ার কারণ এই ছিল যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) হাফসাকে বিবাহ করার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। **সুতরাং আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না।** যদি নবী (ﷺ) হাফসাকে বর্জন করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে গ্রহণ করতাম।' *(বুখারী)* [৩০১]

১/৬৯৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা খেলাপ করে। এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খিয়ানত করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৪]

৩/৬৯৬। জাবের (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) আমাকে বললেন, "বাহরাইন থেকে মাল এলে তোমাকে এতটা, এতটা এবং এতটা দেব।" অতঃপর বাহরাইনের মাল আসার পূর্বেই নবী (ﷺ) মারা গেলেন। তারপর বাহরাইনের মাল এসে গেলে আবূ বাক্র (রাঃ) ঘোষণা করলেন, 'যার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট প্রাপ্য কোন প্রতিশ্রুতি অথবা ঋণ আছে, সে আমার নিকট আসুক।' (ঘোষণা শুনে) আমি (জাবের) তাঁকে বললাম যে, 'নবী (ﷺ) আমাকে এতটা মাল দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন।' অতঃপর তিনি আঁজলা ভরে আমাকে দিলেন। আমি তা গুণে পাঁচশ' পেলাম। তারপর তিনি বললেন, 'এর দ্বিগুণ আরো নাও।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৬]

১/৬৯৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) একদা আমাকে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হয়ো না, যে রাত্রে উঠে ইবাদত করত, অতঃপর সে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায ছেড়ে দিয়েছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৭]

১/৬৯৮। আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, যদি আধখানা খেজুর দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পার তবুও বাঁচ। যদি কোন ব্যক্তি এটাও না পায়, তাহলে সে যেন ভাল কথা বলে বাঁচে। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৮]

৩/৭০০। আবূ যার্র (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, "তুমি কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।" *(মুসলিম)* (অর্থাৎ, মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি ভালো কাজ।) [৩১০]

১/৭০১। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) কোন কথা বুঝাবার জন্য তিনবার ক'রে বলতেন এবং কোন সম্প্রদায়ের নিকট এলে তিনবার সালাম দিতেন। *(বুখারী)* [৩১১]

১/৭০৩। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জে আমাকে বললেন, "সমবেত জনগণকে চুপ করতে বল।" তারপর বললেন, "আমার পর তোমরা কাফের হয়ে ফিরো না যে, একে অন্যের গর্দান কর্তনে প্রবৃত্ত হবে।" (অর্থাৎ, নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি ও হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ো না)। *(বুখারী-মুসলিম)*[৩১৩]

১/৭০৪। আবূ ওয়ায়েল শাক্বীক্ব ইবনে সালামা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আমাদেরকে নসীহত শুনাতেন। একটি লোক তাঁকে নিবেদন করল, 'হে আবূ আব্দুর রহমান! আমার বাসনা এই যে, আপনি আমাদেরকে যদি প্রত্যেক দিন নসীহত শুনাতেন (তো ভাল হত)।' তিনি বললেন, 'স্মরণে রাখবে, আমাকে এতে বাধা দিচ্ছে এই যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে অপছন্দ করি। আমি নসীহতের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে লক্ষ্য রাখছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের বিরক্ত হবার আশংকায় উক্ত বিষয়ে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।' (অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন মাফিক নসীহত শুনাতেন।) *(বুখারী-মুসলিম)*[৩১৪]

১/৭০৮। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাঃ)-কে কখনো এমন উচ্চ হাস্য হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখতে পাওয়া যেত। আসলে তিনি মুচকি হাসতেন।' *(বুখারী-মুসলিম)*[৩১৮]

১/৭০৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন নামাযের জন্য ইক্বামত (তাকবীর) দেওয়া হয় তখন তোমরা তাতে দৌড়ে আসবে না, বরং তোমরা গাম্ভীর্য-সহকারে স্বাভাবিকরূপে হেঁটে আসবে। তারপর যতটা নামায (ইমামের সাথে) পাবে, পড়ে নেবে। আর যতটা ছুটে যাবে, ততটা (নিজে) পূরণ করে নেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩১৯]

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশি আছে, "কারণ তোমাদের কেউ যখন নামাযের উদ্দেশ্যে যায়, সে আসলে নামাযেই থাকে।"

১/৭১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩২১]

৫/৭২১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে নিবেদন জানাল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে যাব, সুতরাং আমাকে পাথেয় দিন।' তিনি উত্তরে এই দুআ দিলেন, 'যাউওয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া।' অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে সংযমশীলতার পাথেয় দান করুন। লোকটি পুনরায় বলল, 'আমাকে আরো পাথেয় দিন।' তিনি দুআ দিয়ে বললেন, 'অগাফারা যামবাকা।' অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন। লোকটি আবার নিবেদন করল, 'আমাকে আরো দিন।' তিনি পুনরায় দুআ দিয়ে বললেন, 'অয়্যাস্সারা লাকাল খাইরা হাইসুমা কুন্ত্।' অর্থাৎ, তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ যেন তোমার জন্য কল্যাণ সহজ ক'রে দেন। *(তিরমিযী হাসান)*[৩৩০]

১/৭২৩। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন। *(বুখারী)*[৩৩২]
* রাস্তা পরিবর্তনের মানে হচ্ছে যে, এক রাস্তায় যেতেন আর অন্য রাস্তায় ফিরতেন।